Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 536 - 541
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতীয় দর্শনের আলোকে সৃষ্টিতত্ত্ব : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথ হাতী
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া
Email ID : rabindranathhati1999@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Creation, Indian philosophy, Veda, Upanisad, God, sukta, Science, self, Cosmology, Bramhan.

Abstract
Probe the mystery of creation is an extraordinarily challenging task. Both science and philosophy have endeavored to solve this mystery, not only through theoretical means but also through practical approaches. This brief research work focuses on the doctrines of cosmology as developed within various sects of Indian philosophy, beginning with the Vedas. The study primarily employs descriptive and analytical research methods to investigate how these philosophical traditions have explained cosmology and to identify the principles they have presented as the primary causes of creation. The main objective is to uncover how Indian philosophical communities have articulated their cosmological views and the foundational principles they propose as the root cause of creation.

Discussion

ভূমিকা : মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। এই সমাজ-সভ্যতা বহু সময় ধরে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, এমনকি এই গঠন প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। শুধুমাত্র মনুষ্য সমাজ নয় এ জগতের সকল প্রানীকূলও একটি সুনিপুণ নির্দিষ্ট তন্ত্রে তাদের জীবন নির্বাহ করে। বৈচিত্র্যময় এই জগৎ তার শোভা বর্ধন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এই জগতের মধ্য রয়েছে জড় ও প্রাণের সমষ্টি। এ বিশাল জড়-প্রানযুক্ত জগত এক দুর্বোধ্য রহস্যময়তার ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, যার সীমা নির্ধারণ করা আমাদের মতো সামান্য জীবের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। তবে এই রহস্যকে ভেদ করার প্রচেষ্টা কালে পর কাল ধরে চলে আসছে। বহু মানবের বহু প্রচেষ্টা এই রহস্য উন্মোচন করতে হাজির করেছে নানান যুক্তি। বিজ্ঞান এই পর্যন্ত এই জড়-প্রাণের সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে অনেক উন্নতর মত দিলেও, বিশাল এই জগতের সকল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট মত পাওয়া যায়নি। এমন অনেক রহস্য আছে যার বাখ্য দিতে বিজ্ঞান ব্যর্থ। তবে একটা বিষয় এখানে স্পষ্ট করা দরকার তা হল বিজ্ঞান শুধুমাত্র এ জড়-প্রানের সৃষ্টি কিভাবে হল তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু দর্শন শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক আলোচনাতে সীমাবদ্ধ নয়, দর্শন জানতে চায় কে এই জগতের স্রষ্টা? কোন উদ্দেশ্যে তিনি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 - 541
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই বিশাল জগত সৃষ্টি করলেন? এ জগত সৃষ্টির তাৎপর্যই বা কি? সৃষ্টি তত্ব বিষয়ে বিজ্ঞানে ও দর্শনে নানান আলোচনা থাকলেও দর্শনের জগতে মতের অন্ত নেই। নানান দর্শন সম্প্রদায় নানান যুক্তি তর্ক, নানান তত্ত্ব উপস্থাপন করে ভিন্ন ভিন্ন পথে নিজেদের মতো করে সৃষ্টি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে জগত কিভাবে এলো? কোথা থেকে এলো? কেন এলো? কেইবা আনলো? এ সকল প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় দর্শনে কিভাবে দেওয়া হয়েছে তা আলোচনা করা হল।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বেদের ভূমিকা :

পুরুষ-সূক্ত : চারটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদে প্রথম সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাই। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের নব্বইতম সূক্ত হল পুরুষসূক্ত, সেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে একটা সমগ্র চিত্ত অঙ্কন করা হয়েছে। এই সূক্তে পরম পুরুষকে প্রধান বলা হয়েছে, যিনি এই পৃথিবীকে সকল দিক থেকে ঘিরে রয়েছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুরুষ থেকে এসেছে, পুরুষই ভূত-ভবিষ্যৎ এবং নিত্য, জগতের তুলনায় তার বিস্তার অধিক অর্থাৎ জগতের অতিবর্তী তিনি। পুরুষ থেকে ব্রম্ভান্ড দেহ লাভ করার পর তার থেকে পৃথিবী, তারপর তার থেকে মনুষ্যশরীরের জন্ম হয়। পুরুষ হবি দ্বারা দেবতাগণকৃত যজ্ঞে তিন ঋতুর অবস্থান ছিল, যথা-বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ। এই দেবতাগণকৃত যজ্ঞ থেকে বায়ূদেবতা সম্বন্ধীয় অরণ্য ও গ্রাম্য পশু উৎপন্ন হয়েছিল। সেই যজ্ঞ থেকে ঋক, সাম, যজু মন্ত্রের উদ্ভব হয়। আবার সেই যজ্ঞ থেকে ছাগ ও মেষসমূহ জন্ম নিয়েছিল। এবং সেই পরম পুরুষের মন থেকে জন্ম নিয়েছিল চন্দ্র, চক্ষু থেকে জন্ম নিয়েছে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব এবং তার প্রাণবায়ু থেকে বায়ুদেবতা জন্ম নিয়েছে। এই পরম পুরুষের নাভিদেশ থেকে উৎপন্ন হল অন্তরীক্ষ লোক, মস্তক থেকে দ্যুলোক, পাদদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং কর্ণদ্বয় থেকে দিকসমূহ, এভাবে সকল লোক সৃষ্টি হয়। তার ফলস্বরুপ হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। উপরিক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পরম চৈতন্যকে ব্রম্ভান্ড স্রষ্টা হিসাবে এই সূক্তে দেখানো হচ্ছে, যার থেকে সবকিছু সৃষ্টি হচ্ছে, তিনিই সবকিছুর কর্তা, এমন কোনো কিছু নেই যা ওই পুরুষ থেকে আসেনি।

নাসদীয়-সূক্ত : পুরুষ-সূক্ত ছাড়াও আরো অনেক সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের মধ্য অন্যতম হল নাসদীয়-সূক্ত। নাসদীয়-সূক্ত ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১২৯ তম সুক্তে জগতের সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মতে সৃষ্টির পূর্বে সৎবস্তু যেমন ছিল না, তেমন অসৎবস্তুও ছিল না, ভূ-লোক, দ্যুলোক, সত্যলোকাদি কিছুই ছিল না। মৃত্যু, অমরত্ব ছিল না, দিবস-রজনীর কোন ভেদবুদ্ধি ছিল না। কেবলমাত্র ব্রম্ভতত্ত্বে বা ব্রম্ভতে অধ্যস্ত মায়া সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে অবিভক্ত বা অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজ করছিল, অনাদি অনন্ত পুরুষ গতিশূন্য বা নিশ্চেষ্টভাবে ছিল, প্রান, আকাশ তখন সেই অনন্ত পুরুষে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্ত কোনরূপ ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না। জন্মের পূর্বে এ জগৎ চিহ্নহীন এবং চারিদিকে জলময় ছিল, কিন্ত তা তমের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। তপস্যার জন্য প্রথম একের উৎপত্তি হলো। প্রথম মন থেকে সৃষ্টির বীজ বা কারণের উদ্ভব হল, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যারা তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা স্ব-স্ব হৃদয়ে আলোচনা পূর্বক অবিদ্যমান বস্ততে সৎবস্তর উৎপত্তি স্থান নিশ্চিত করেন। এরপর সৃষ্টির বীজ বা কারণ ধারণকারী পুরুষেরা উদ্ভুত হলেন। মহিমা সকল জন্ম নিল, তাদের কার্যরূপ রশ্মি যা তির্যকভাবে ছিল তা সূর্য কিরণের মতো সবজায়গায় ব্যাপ্ত ছিল, নিম্ন-উচ্চদিকে ব্যাপ্ত ছিল। এই সূক্তে স্পষ্টত দাবী করা হচ্ছে যে সৃষ্টির আদিমতম পর্যায় কেমন ছিল তা জানা সম্ভব নয় তা রহস্যময়, এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও নাসদীয় সূক্ত একমত।

হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত : এই সূক্তে অত্যাশ্চর্য ভাবে এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে দশম মন্ডলের ১২১তম সূক্তটি হল হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত। এই সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্ব যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা হল নিম্নরুপ –

হিরণ্যগর্ভ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল স্বর্ণডিম্ব যাকে ইংরেজীতে ‘Golden Egg’ বলা হয়। এই স্বর্ণগর্ভ হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রধাণ কারণ। এই সূক্তে যে তত্ত্বটি প্রদর্শন করানো হচ্ছে তা হল প্রজাপতি হলেন শ্বাস-প্রশ্বাস, শক্তিদাতা, দেবতারাও তাকে সমীহ করে চলেন। তিনি নিজ মহিমা দ্বারা প্রাণবান জীবগনের সমস্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর প্রভু। তাঁর মহিমায় পর্বতমালা, নদী, সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। দিকসমূহ হল তার বাহু, তিনি প্রানীগণকে রক্ষা করেন। তিনিই হলেন পৃথিবীর জনক, সত্য-ধর্মা, বিপুল জলরাশি, চন্দ্র-নক্ষত্রাদি, সৃজন করেছেন তিনি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 - 541
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা :

চার্বাক দর্শন : ভারতীয় দর্শনে অনেকগুলি দর্শন সম্প্রদায় রয়েছে, যাদেরকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়, যথা আস্তিক ও নাস্তিক। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায় নাস্তিক ভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়। চার্বাকগন হলেন জড়বাদী, এরা আত্মা, ইশ্বর কিছুই মানেনা কারণ এগুলি আমাদের প্রত্যক্ষে ধরা পড়েনা। এই দৃষ্টির সঙ্গের তাল রেখে এরা জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেয়। জগত সৃষ্টির নিমিত্তকারণ হিসাবে তারা কোনোরকম ঈশ্বরকে মানেনা। চার্বাক মতে আমাদের কাছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি ভূতদ্রব্য বা উপাদান প্রত্যক্ষিত হয়। এই চারটি স্থুলভূত সমূহের সংমিশ্রণে এ জগৎ (জড় ও চেতনা) সৃষ্টি হয়েছে। এদের মতে চতুর্ভূতের স্থুল অনু আছে, তার পরমানু নেই কেননা এরা পরমানু স্বীকার করে না কেননা তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। এটা বলা যায় যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যে প্রথম প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ত্র্যনুক (ধূলিকণা) তা এদের কাছে চতুর্ভূতের স্থুল অনু, যার দ্বারা এই স্থুল জগৎ গঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল নিমিত্তকারণ না থাকলে কার্য সংঘটিত হবে কিভাবে? এর উত্তরে এরা বলেন জড়ের মধ্য যে স্বভাব শক্তি রয়েছে তার দ্বারা একে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রশ্ন হল জড়ের স্বভাবের ফলে সংমিশ্রণ ঘটে জড় জগৎ তৈরি হল এটা মানা যায় কিন্তু জগতে প্রাণ বা চেতনা এলো কিভাবে? এ বিষয়ে মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে বলেন -

“অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্মনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈত ন্যমুপজায়তে।[১]”

অর্থাৎ চারটি মহাভূত আছে, যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, এই চার মহাভূতের মিলনে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল জড় থেকে চৈতন্য উৎপন্ন হচ্ছে কিভাবে? এর উত্তরে বলা হয়-

“জড়ভূতবিকারেষু চৈতন্যম যত্তুদৃশ্যতে।
তাম্বুলপুগচূর্ণানাম যোগাদ্রাগ ইবোথিতম।।[২]”

অর্থাৎ এই চারটি জড়ভূতের সংমিশ্রিত বিকারের ফলে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই চারটি ভূতের কোনটিতে আলাদা ভাবে কোনো চেতনা নেই, কিন্তু এরা একসাথে মিলিত হলে চেতনা উৎপন্ন হয়। ঠিক যেমন পান, চুন এবং খয়ের কোনোটিতে পৃথকভাবে লাল না থাকলেও এদেরকে এক সাথে চর্বন করলে লালের উৎপত্তি হয়। এভাবে চার্বাকগণ তাদের জড়বাদী তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টিতত্ব বিষয়ে এক সুনিপুণ মতবাদ গড়ে তুলেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন : ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় গুলির মধ্য ন্যায়-বৈশেষিক হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সম্প্রদায়। ঈশ্বর, আত্মা, পুনর্জন্ম সবই তারা মানেন। ন্যায় মতে পদার্থ ষোলটি এবং বৈশেষিক মতে পদার্থ সাতটি। তবে ন্যায়ের এই ষোড়শ পদার্থ বৈশেষিকদের সপ্ত পথার্থের মধ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, ন্যায় সম্প্রদায় সপ্ত পদার্থকেও স্বীকার করে। এই সাতটি পদার্থ হল-দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। জগতের সব কিছু ওই সাতটি পদার্থের মধ্য অন্তর্ভুক্ত। দ্রব্য হল নয়টি, যথা-ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক, আত্মা ও মন। এই দুই দর্শন সম্প্রদায়ের মতে কাল, দিক আত্মা ও মন এগুলি নিত্য দ্রব্য, ফলে এদের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। উৎপত্তি হয় প্রথম পাঁচটি ভূতের। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এরা বলে যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। পূর্বে যে প্রলয় হয়েছিল তার পর্ব শেষ হলে নতুন সৃষ্টি আরম্ভ হবে। প্রথমে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির যে পরিসর তা এই চারটি দ্রব্য নির্ভর। ‘একোহম বহুস্যাম’ – এই রকম ঈশ্বরের ইচ্ছা ও জীবের অদৃষ্টের জন্য সর্বপ্রথম দুটি স্ব-জাতীয় পরমানুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, এই ক্রিয়ার দ্বারা দুটি পরমানুর সংযোগ হয় তার ফলে অসংখ্য ক্ষিতি দ্ব্যনুক, জলীয় দ্ব্যনুক, তৈজস ও বায়বীয় দ্ব্যনুক উৎপন্ন হয়। এরপর তিনটি দ্ব্যনুক মিলিত হয়ে এ্যনুক উৎপন্ন হয় এই এ্যনুক হল মহৎ পরিমাণযুক্ত, ফলে তা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় আবার একইভাবে চারটি এ্যনুক মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় চতুরনুকের, এভাবে মহৎ পরিমাণযুক্ত পৃথিবী, বায়ু, তেজ, অপ উৎপন্ন হয়ে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আবার ঈশ্বরের সংহারের ইচ্ছা হলে এ মতে পরমানুর মধ্য ক্রিয়া উৎপন্ন হবে, ফলে দ্ব্যনুকের যে সংযুক্ত দুটি পরমানু ছিল তাদের মধ্য বিভাগ উৎপন্ন হবে ফলে তারা বিভক্ত হয়ে যাবে,

এভাবে দ্ব্যনুক নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে স্থুল জগতের ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় তাদের তত্ত্বে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যখ্যা করছে।

এক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, জগৎ সৃষ্টির উপাদান পরমানুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পরমানুবাদ বিষয়ে ন্যায়–বৈশেষিকদের সঙ্গে বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্য পার্থক্য বর্তমান। বৈভাষিক মতে একাধিক পরমানু একসাথে পুঞ্জীভূত হয়ে বস্তু গঠন করে। আর এমন বহু বস্তুর জন্ম হতে হতে আজ এই স্থুল জগৎ। কিন্ত ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় পরমানুপুঞ্জবাদকে অস্বীকার করে।

সাংখ্য-যোগ দর্শন : সাংখ্য-যোগ দর্শন সম্প্রদায়কে সমানতন্ত্র বলা হয়। সাংখ্য দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে যোগ দর্শনও সম্পূর্ণভাবে সহমত পোষণ করে। তবে একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব তারা স্বীকার করেন তা হল ঈশ্বর। অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি নেই কেননা যোগমতে জগত সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। কিভাবে এ জগত সৃষ্টি হল? কোথা থেকে এলো? সব কিছুর আলোচনা ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সাংখ্যকারিকাতে করেছেন যার উপর বাচস্পতিমিশ্র টিকা রচনা করেন, যা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামে পরিচিত। এখানে ২২ নম্বর শ্লোকে কিভাবে, কোথা থেকে, এ জগত সৃষ্টি হল তার বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো নিম্নরূপ—

“প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহঙ্কারস্তস্মাদগণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।। ২২।।”[৩]

অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে ষোলটি বিকার এবং সেই ষোলটির পাঁচটি হতে পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত। প্রকৃতি ও পুরুষ যখন একে অপরের কাছে আসে তখন সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় শুরু হয়। মূলাপ্রকৃতি থেকে এ জগত এসেছে। সৃষ্টি বলতে এদের কাছে ব্যক্ত অবস্থা, সৃষ্টির পূর্বে এ জগত প্রকৃতির মধ্য সূক্ষ্ম অবস্থায় সৎ ছিল। কিন্তু গুণত্রয়ের, যথা-সত্ত্ব, রজঃ, তমের বৈষম্যবশত ব্যক্ত হয়েছে মাত্র। ধ্বংস বলেও এদের দর্শনে কিছু নাই। তা হল কারণের মধ্যে অব্যক্ত হয়ে যাওয়া। এ জগত ধ্বংসকালীন অবস্থায় আবার মূলাপ্রকৃতির মধ্য লীন হয়ে সুক্ষ রূপে বিরাজ করে। পুরুষ চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয় আবার প্রকৃতি অচেতন কিন্তু সক্রিয়। পুরুষ প্রকৃতি যখন একে অপরের সান্নিধ্যে আসে তখন প্রকৃতি পুরুষের চেতনাকে নিজের চেতনা আর পুরুষ প্রকৃতির জড়ধর্মকে যথা সুখ-দুঃখাদিকে নিজের ধর্ম বলে মনে করে, ফলে সৃষ্টি শুরু হয়। প্রথমেই উৎপন্ন হয় মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি, এই মহৎ থেকেই অহংকার উৎপন্ন হয়। এই অহংকার আবার তিন প্রকার, যথা-সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। অভিমানই অহংকারের ধর্ম, এই সত্ত্বপ্রধান অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা-চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক উৎপন্ন হয়, এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, যথা-বাক, পাণি, পাদ, পায়ূ ও উপস্থ এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন উৎপন্ন হয়। মহৎ, অহংকার ও মন এই তিনটিকেই একত্রে অন্তঃকরণ বলা হয়। এ ছাড়াও অহংকার থেকে জন্ম নিচ্ছে পঞ্চতন্মাত্র যথা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র আর এই পঞ্চতন্মাত্র থেকে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে এই বিশাল জগতের উদ্ভব হয়েছে। জগতের উৎপত্তি পুরুষের ভোগের জন্য, আবার তা প্রকৃতিতেই লীন হয়ে যায়। লক্ষ্ণীয় বিষয় হল ন্যায় বৈশেষিক মতে আকাশ নিত্য ও বিভু কিন্তু সাংখ্য মতে তা প্রকৃতির পরিণাম। পরবর্তীকালে বেদান্তীরাও আকাশকে উৎপন্ন পদার্থ বলে মানবে, আমরা তা দেখতে পাবো তাদের আলোচনায়।

মীমাংসা দর্শন : ভারতীয় দর্শনে আস্তিক সম্প্রদায় গুলির মধ্য মীমাংসা দর্শন হল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন দর্শন সম্প্রদায়। মীমাংসা দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদ নির্ভর, বেদের কর্মকান্ডের উপর জোর দেয় এই দর্শন। জগৎস্রষ্টারুপে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই এই দর্শনে। এরা বেদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। ভাট্টমীমাংসকরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব খন্ডন করেছেন। তাদের মতে এ জগৎ বস্তুসমূহের সমষ্টি আর সেই বস্তুসমূহ অংশ বা অবয়বের সমাহারে সংযুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে। আমরা জানি যে যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ আছে। তাই এই জগতের উৎপত্তি আছে বলে তা নিত্য নয়, অনিত্য। এর বিনাশ বা ক্ষয় আছে। কিন্ত এই জগতের উৎপত্তি বা ক্ষয়ের পিছনে ঈশ্বরের কোনো হাত নেই। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ প্রাকৃতিক কারণেই উৎপন্ন হয়। পরমানুপুঞ্জ থেকে সুসামঞ্জস্য ও নির্দিষ্ট আকারে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ প্রভৃতি সংযুক্ত যৌগিক বস্তু

গুলি উৎপন্ন হয় কোনো পরম বা চরম শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান কর্তার প্রভাব ছাড়াই। চার্বাক দর্শনেও ঠিক যেন এই কথাটাই বলা হয়েছে যে বস্তু গঠিত হয় স্বভাব শক্তি দ্বারা। জড়ের মধ্য যে স্বভাব শক্তি রয়েছে তার দ্বারা একে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ভাট্টমীমাংসকগন চার্বাকদের মতো এতো সুনির্দিষ্ট করে না বললেও চার্বাকদের মতের সঙ্গে তাদের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

বেদান্ত দর্শন : বেদের অন্তকে বেদান্ত বলা হয়। বেদের অন্ত উপনিষদ কে কেন্দ্র করে যে দার্শনিক মতের উদ্ভব হয় তা হল বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্রকে কেন্দ্র করে নানান গোষ্ঠী নানান মতামত ও ব্যাখ্যা গড়ে তোলেন, সেই মতো বেদান্তীদের মধ্যেও নানান বিভাগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাদের সকলের সার হল উপনিষদ। শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র সরস্বতী তাঁর বেদান্ত-সার নামক গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে এক নির্দিষ্ট তন্ত্রবদ্ধ মত পোষণ করেছেন। এ জগত চেতনা কিভাবে এলো সবকিছুর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বেদান্তসারে, যে সূত্রটি কি উল্লেখ করে এই জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই সূত্রটি তৈত্তরীয় উপনিষদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সূত্রটি হলো নিম্নরূপ—

> "তমপ্রধানবিক্ষেপশক্তিমদজ্ঞানপহিত চৈতন্যাৎ আকাশঃ, আকাশাৎ বায়ূঃ, বায়োঃ অগ্নি, অগ্নেঃ আপঃ, অড্যঃ পৃথিবী চ উৎপদ্যতে, 'তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভুত' ইত্যাদি শ্রুতেঃ।। তৈত্তরীয়।।"[৪]

অর্থাৎ তমপ্রধান বিক্ষেপ শক্তি বিশেষিত অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে। কারণ শ্রুতিতে আছে 'সেই এই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে'।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে আকাশ প্রথমেই সৃষ্টি হচ্ছে অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য থেকে, এবং তা বায়ুর উপাদান হচ্ছে, অর্থাৎ বায়ুর উপাদান কারণ হল আকাশ। কেননা তার থেকে পরবর্তী ক্ষণে বায়ু উৎপন্ন হচ্ছে। আকাশ হল ত্রিগুণ বিশিষ্ট মায়ার পরিণাম এবং তা ভাবদ্রব্য। ফলে তাকে তো আর নিত্য বলা চলেনা। এক্ষেত্রে তমকে প্রধান বলা হয়েছে, কেননা সৃষ্টিকার্যে সেই প্রধান। কার্য আকাশ জড় দেখে তার প্রধান কারণ যে তমঃ হবে তার অনুমান করা হয়েছে এখানে। এখানে আকাশাদি তমপ্রধান যদি না হতো, তাহলে তাতে চেতনাকে আমরা দেখতে পেতাম, তা কিন্তু হয় না। তাই আকাশ জড়। শুধুমাত্র জড় হতে জগৎ উৎপন্ন হতে পারে না, তাই চেতন কর্তার প্রয়োজন। এখানে বেদান্তীরা সত্ত্ব প্রধান অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলেছেন, আর এই ঈশ্বর হল সত্ত্বগুণপ্রধান। আবরণ শক্তির পরই ইচ্ছাক্রমে ঈশ্বরের রজপ্রধান শক্তির বিকাশে সৃসিক্ষা ও পরে তমপ্রধান ক্রিয়াশক্তিতে জগত সৃষ্টি হল।

এখন প্রথমে উৎপন্ন আকাশাদি প্রভৃতি পাঁচটি ভূত হল বিশুদ্ধরূপ সূক্ষ্মভূত, অসংমিশ্রিত। এই অসংমিশ্রিত অবস্থায় এরা এক-একটি গুণমাত্রের আশ্রয়। যেমন আকাশ কেবল শব্দের, বায়ু কেবল স্পর্শের, জল কেবল রসের এবং পৃথিবী কেবল গন্ধের আশ্রয় হয়ে থাকে। অসংসৃষ্ট বা অসংমিশ্রিত বিশুদ্ধরূপ বলে ওরা তন্মাত্র। কেননা তন্মাত্র শব্দের অর্থ হল, কেবল তাহাই বা তৎস্বরূপ। আর প্রথম উৎপন্ন আকাশাদিতে স্ব-ভিন্ন ভূতের অংশে নেই বলে তা কেবল তাই স্বরূপে থাকে। যেমন- আকাশ কেবল আকাশ, বায়ু কেবল বায়ু, প্রভৃতি। আর তন্মাত্র অথবা পঞ্চসূক্ষ্ম ভূত থেকে পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। যেমন আকাশের উদ্ভব হয় এভাবে, যথা-ক্ষিতি ১/২ অংশ আকাশ+ ১/৮ অংশ বায়ু + ১/ ৮ অংশ অগ্নি + ১/৮ অংশ জল+ ১/৮ অংশ পৃথিবী নিয়ে। এই রকম ভাবে বাকি মহাভূত গুলি উৎপন্ন হয়। আরো আকাশাদিতে যে সত্ত্বগুণ রয়েছে তাদের প্রত্যেকটি অংশ থেকে কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ উৎপন্ন হয় এবং রজ অংশের প্রত্যেকটি হতে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, যথা-বাক, পানি, পাদ, পায়ূ ও উপস্থ উৎপন্ন হয়। এছাড়াও রজগুণ থেকে পঞ্চপ্রাণ, যথা-প্রাণ, অপ্রাণ, ব্যান, উদান ও সমান উৎপন্ন হয়, এবং পঞ্চউপপ্রাণ যথা, দেবদত্ত কর্ম, নাগ, কৃকর ও ধনঞ্জয় উৎপন্ন হয়। আর পঞ্চভূত এর সমবায়ে পূর্ব কর্মানুসারে তৈরি হয় স্থূল শরীর। এই স্থূল শরীর চার প্রকার, যথা- জরায়ুজ, অন্ডজ, স্মেদজ ও উদ্ভিজ্জ। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সতেরটি অবয়বে সূক্ষ্মশরীর গঠিত হয়, আর জীব অজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে শরীর বলে মনে করে, এই শরীর হল কারণ শরীর, যা মিথ্যা। চাররকম শরীর

নিয়ে গঠিত হয় চতুর্দশ ভুবন। এভাবে জগত সৃষ্টির ব্যখ্যা বেদান্ত দর্শনে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে বেদান্তীরা আকাশকে উৎপন্ন দ্রব্য বলে দাবী করছে, ফলে আকাশ এদের কাছে নিত্য দ্রব্য নয়।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় দার্শনিকগণ জগতের সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। বিশেষ করে বেদে যেভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা পাঠক সমাজকে সহজে আকৃষ্ট করে। বিজ্ঞানে বিগ ব্যাং থিওরির মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি রহস্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে এই মহাবিশ্ব একটি অতি ঘন ও উত্তপ্ত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয় যে, সুপ্রাচীন বিন্দুবৎ অবস্থা থেকে জগত এসেছে। এর আগে কি ছিল সে বিষয়ে কেউ এক মত নয়, এক বিন্দু থেকে মহাবিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে আজগত এসেছে। সুতরাং বলা যায় এক ছিল তার থেকে বহু হয়েছে। ঠিক এই কথাটিও ভারতীয় দর্শনে বলা হয় এভাবে- 'একোহম বহুস্যাম' অর্থাৎ আমি এক; বহু হব। ভারতীয় দর্শনের এ ব্যাখ্যা জড়বাদী ও আধ্যাত্মিক উভই। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা হল জড়বাদী ব্যাখ্যা। জগত সৃষ্টির পূর্বে কি ছিল সে বিষয়ে ভারতীয় দর্শন যেমন কিছু বলে না ঠিক তেমন বিজ্ঞানও এ বিষয়ে নিশ্চুপ। সুতরাং বলা যায় যে বিজ্ঞানের সাথে ভারতীয় দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে অমিলও আনেক রয়েছে।

Reference:

১. SARVADARSHANA-SAMGRAHA of SAYANA-MADHAVA, E. B. COWELL AND A. E. GOUGH, BARATIYA KALA PRAKASHAN, DELHI, 2008, P. 8
২. তদেব, পৃ. ৮
৩. শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, মহালয়া ১৪০৬, পৃ. ২০৩
৪. শ্রী শ্রী সদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী প্রণীত বেদান্তসারঃ, বিপদভঞ্জন পাল, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, পৃ. ১২৩

Bibliography:

অধিকারী, ড. তারকনাথ এবং মণ্ডল, ড. সমীর কুমার, বৈদিক সংকলন (তৃতীয় খন্ড), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০২০

গোস্বামী, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র, শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিত তর্কসংগ্রহঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১০

গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, মহালয়া ১৪০৬

পাল, বিপদভঞ্জন, শ্রী শ্রী সদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী প্রণীত বেদান্তসারঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২

বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৭

স্বামী অমৃতত্বানন্দ (অনু.), শ্রী সদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী প্রণীত বেদান্তসারঃ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮।

স্বামী ভাবঘনানন্দ (অনু.), সাংখ্যকারিকা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০০

COWELL, E. B. AND GOUGH, A. E, SARVADARSHANA-SAMGRAHA of SAYANA-MADHAVABARATIYA KALA PRAKASHAN, DELHI, 2008